উলঙ্গ সভ্যতা

রবি বাঙালি

উলঙ্গ সভ্যতা

Naked Civilization

রবি বাঙালি

অনন্য প্রকাশন

হাজেরা ফাউণ্ডেশন
নিতাইনগর, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উৎসর্গ

আমাদের জেষ্ঠ্যপুত্র
আদিত্য আউয়াল (আদি বাঙালি)-কে

সূচিপত্র

কবিতা	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা	কবিতা
কর্মে পরিচয়	৭	৮	কর্মফল
শূন্য কর খোদার পুণ্যে	৯	১০	জীবন সাঁঝে উপলব্ধি
ভবের মেলায় অচিন পাখি	১১	১২	সোনার ময়না অচিন পাখি
মায়াবৃত্ত	১৩	১৪	সবখানে ছল
মূল্যবোধের অবক্ষয়	১৫	১৬	অসভ্য সভ্যতা
আত্মসম্মান	১৭	১৮	শ্রমের মূল্য বঞ্চনা
কাজের মূল্য	১৯	২০	পথকলি
কোন শাপে পথকলি	২১	২২	কৃষকের হালচাল
স্রষ্টার পরেই ডাক্তার	২৩	২৪	ডাক্তার বড় কসাই
মুখোশধারী ডাক্তার	২৫	২৬	বাংলা আমার মা
রুখ শয়তান	২৭	২৮	কবি কথা
তারুণ্যে মুক্তি	২৯	৩০	জীবন বাটে
শেয়াল রাজা	৩০	৩১	মা
মায়ের উদ্বিগ্নতা	৩২	৩৩	মায়ের মাঝে সুখ
বাল্যকালে মায়ের স্মৃতি	৩৪	৩৫	জীবনের পথে
কৃতি রবে বেঁচে	৩৬	৩৭	সৎ পথে বাড়ো
শিক্ষা ও সভ্যতা	৩৮	৩৯	কাঁদে ফিলিস্তিন
নৈতিকতার সংকট	৪০	৪১	বদলে গেছে নীতি
চেতনার ফাঁদ	৪২	৪৩	পাল্টে গেছে নিয়ম-নীতি
আজব দেশে উল্টোট নীতি	৪৪	৪৫	রাজনীতির সমকাল ভাবনা
ভুলোনা খোদায়	৪৬	৪৭	ঈমান
গর্ভকালীন মায়ের যত্ন	৪৮	৪৯	মাতৃভূমি
অসভ্য সভ্যতা	৫০	৫১	সচেতনতা
রক্ষা নেই	৫২	৫৩	আসল ঘরে ডাক পড়িলে
আমার মনের সাধ	৫৪	৫৫	জীবনবোধের রুপান্তর
বাল্যকালের খেলাধুলা	৫৬	৫৭	সাধ জাগে
সত্যে জয়	৫৮	৫৯	ভোর আসবেই
আদির ভাবনা	৬০	৬১	উলঙ্গ সভ্যতা
মানুষ সৃষ্টির শিরোমণি	৬২	৬৩	স্ব কর্মে ঘুরাও ভাগ্যের চাকা
স্বল্প দৈর্ঘ্য জীবন	৬৪	৬৫	জন্ম- মৃত্যুর মাঝে মানুষ
কৃতজ্ঞতা নয় দাসত	৬৬	৬৭	কর্মে মুক্তি

নবীন মুক্তি সেনা	৬৮	৬৯	শিক্ষক মহান গুরু
হৃদয় রাখব ধরি	৭০	৭১	বিজয় দিবসের শপথ
বিজয় দিবস	৭২	৭৩	নতুন দিনের শপথ
নির্বাচনের এই মৌসুমে	৭৪	৭৫	নির্বাচনী হাওয়া
একুশ তুমি	৭৬-৭৭	৭৮	একুশে ফেব্রুয়ারি
পলাশী থেকে বাংলাদেশ	৭৯-৮০	৮০-৮১	স্বাধীনতা তুমি
পনেরই আগস্ট	৮২	৮৩	মুজিব
শেখ রাসেল সোনা	৮৩	৮৪	চড়ুইভাতি
রূপসী বাংলা	৮৫	৮৬	হৈমন্তিকা'র অভিসার
ছেলেবেলা রাখালবেলা	৮৭	৮৮	স্বপনীল হেমন্ত
কার্তিকের গ্রাম	৮৯	৯০	হেমন্ত পল্লীর সুখ
আমাদের গ্রাম	৯১-৯২	৯২	ফসলের সুখ
প্রজাপতি	৯৩	৯৪	চিতল গাড়ী
শিশুর পাঠ্যসূচি ভীতি	৯৫	৯৫	সুখ ও দুঃখ
বিয়ে রোগ	৯৬	৯৭	জন্মভূমি
পাখির দেশ	৯৮	৯৯	আমার দেশের ঠিকানা
মানব সভ্যতায় কর্ণফুলী	১০০	১০১	ষড় ঋতু
হেমন্তের আগমনে	১০২	১৩০	হেমন্তে জাগে প্রাণ
হেমন্তে গাঁদা কুঁড়ি	১০৪	১০৫	শীতের আগমনে
শীতের সকাল	১০৬	১০৭	শীতের পিঠা -১
শীতের পিঠা -২	১০৮	১০৯	শরতে শীতের পরশ
রূপের রাণী শরৎ	১১০-১১১	১১২	শরতের পরশ
তালের পিঠা	১১৩	১১৪	কোরআন ও ঈমান
অরক্ষিত স্বাধীনতা	১১৫	১১৬	হায় - রে শালার স্বাধীনতা
বিবর্ণ স্বাধীনতা	১১৭	১১৮	প্রবাদ মিথ্যা
ইচ্ছে করে আগের মতো	১১৯	১২০	দুই ভাই
পিতার স্বপ্নভঙ্গ	১২১	১২২	নকশী কাঁথা
খোকা বড় হবে	১২৩	১২৩	জীবনের যাত্রা
ভেজাল মানুষ	১২৪	১২৫	ঝুমকা জবা
সুখ পাখি	১২৬	১২৭	নববর্ষো শপথ
কেউ খোদাকে ভুলোনা	১২৮	১২৯	শিক্ষকের হালচাল
অঙ্গীকার	১৩০	১৩১-১৩২	নেশা
কবির সাথে ছল	১৩৩	১৩৪	প্রিয়োজনের বিয়োগ ব্যথা
স্রষ্টার সাথে প্রতারণা	১৩৫	১৩৬	শহিদের সোনার ভিটা

কর্মে পরিচয়

জন্ম তোমার কোন সে কূলে
সেটা বড় নয়,
কর্ম গুণে মানব জীবন
অমর হয়ে রয়।

চেয়ে দেখো এ জগতে
কত কূলীন চোর,
তাইতো কূলীন নয় পরিচয়
কাটাও কূলীন ঘোর।

সুশিক্ষা আর মনুষ্যত্বে
মহৎ যাদের প্রাণ,
সত্য পথে কর্ম তরে
গায় না কূলীন গান।

মুখোশ ধারী অসৎ জনে
কূলের বড়াই ঢের,
মন্দ কাজে নজর সদাই
পাচ্ছে লোকে টের।

কর্ম গুণে এই ধরাতে
করতে পারলে জয়,
মৃত্যুর পরে পরপারে
থাকবে নারে ভয়।

রচনাকাল-১২/১২/২৩

কর্মফল

চলে যায় বেলা সব কাজে হেলা
দেখি হালে খাতা খুলে,
যত কাজ সারা সব মাঠে মারা
ভরে আছে সব ভুলে।

কে করিবে পার শূন্য রে ভাড়
ফুলসিরাতের পুল
তিমির তমসা নেই রে ভরসা
নাই ছাড় এক চুল।

লালসায় পড়ে পাপ কাজ তরে
পূর্ণ ভাণ্ড রয়
অকাজে পূর্ণ দীনেতে শূন্য
দণ্ড হবেনা ক্ষয়।

কেউ নয় কার পাবোনাতো ছাড়
কাল নাহি পাবে আর,
তাড়িতাড়ি চল শানে খোদা বল
কর্মেই হবে পার।

জ্ঞাত সারে ক্ষতি করিবো না অতি
শোন মনু ক্ষমো সবে,
ভালো কাজে চলা না করিলে হেলা
প্রভূ দয়া সাথে রবে।

রচনাকাল - ২৯/১০/২০২৩ খ্রি.

শূন্য কর খোদার পুণ্যে

এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে
কত রংের খেলা,
সময় হলে সাঙ্গ হবে
অভিনয়ের মেলা।

চাবি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া
মানুষরূপী পুতুল,
সব নিয়ন্ত্রণ সাঁইয়ের হাতে
দম্ভ তবু তুমুল।

ভাবছো মানব তোমার যাহা
ভবের গাড়ি বাড়ি,
সাঁইয়ের হুকুম আসবে যখন
যাবে সব যে ছাড়ি।

ধন সম্পদ সব রবে পড়ে
অর্জন ছিল যাহা,
শূন্য কর খোদার পুণ্যে
সঙ্গে যাবে যাহা।

জগৎ মায়া মিথ্যা মোহ
ভ্রান্ত বিলাস মাঝে,
তাই তো শুধু পিছু ডাকে
প্রভুর পুণ্য কাজে।

রচনাকাল - ৩০/১২/২০২৩ খ্রি.

জীবন সাঁঝে উপলব্ধি

দিন মাস সাল যায় আয়ু যায় কমে
আড় চোখে খাড়া রয় জান নিতে জমে।
কাঁধে দুই উজি নাজি যায় গুণে পূণ্য,
বন্ধু জনে রেখে ধন হাত দু'টো শূন্য।
ক্যানভাসে ভেসে ভেসে স্মৃতি গুলো হাসে,
চোখ দুটো ঘোলা হলে সব যাবে ভেসে।
পুত্র কন্যা মায়া বনে হবো শুধু ছবি,
কেউ কাঁদে শোকে তাপে কাব্য রচে কবি।
দিন গুণে সাল যায় আর নয় ক্ষয়
ভাল কাজ করো সব ঠিক হবে জয়।
পারের তরী ঘাটেরে পূর্ণ কর্ম তরে,
শেষ বিচারে মুক্তিতে ধর্ম মান্য করে।
স্বীয় তরে কেটে যায় বেলা করি হেলা,
অন্যে হক লুটে করো ধন মান মেলা।
দিন মাস সাল গুণে দেখি জান সারা,
কিছু ক্ষণ পেলে দেবো ভাল কাজে তারা।
দান করো অন্ন দাও যত ভূখা জনে
ভুল সারো ক্ষমা চাও সুখ আনো মনে।
দিন যায় সাল যায় তব বাড়ে লেনা,
ক্ষমা করে দাও প্রভূ শোধ দেবো দেনা।
মিছে মনে হয় ধরা কত শত সাজ,
কালে সব ভুলে ভরা এসে দেখি সাঁঝ।
মরো বাঁচো ভব তরে হও কৃতি মান,
আর্ত-দুখী জনে সেবা স্বার্থ বলি দান।
আজ আছি কাল নেই সব যাব ফেলে
লোভ ক্ষোভ দুই পায়ে সব যাব দলে।
কেবা কবে নাহি চায় চির কৃতি হতে,
কিছু করো যাহা রবে ইতিহাস পাতে।

রচনাকাল - ১০/১০/২০২৩ খ্রি.

ভবের মেলায় অচিন পাখি

দেহ ভেলা ভবের মেলা
আসলে সাঁঝের বেলা,
লেনাদেনা বন্ধ হবে
সাঙ্গ হবে খেলা।

অস্থি মাংসের দেহ খাঁচা
সেথায় মনো পাখি,
রবের ডাকে যাবে উড়ে
অসার দেহ রাখি।

আট কুঠুরি নয় দরজা
দেহ খাঁচা খানা,
কোন দরজায় আসে যাবে
নাইরে কারো জানা

পাখির সুখে দুনিয়া খুসে
দিলেম তাহার পায়ে,
তবু সে যে পোষ মানে না
যায় নিজ রথে ধায়ে।

কোথা হতে এসে পাখি
মন ভরালে ছলে,
ফাঁকে দিয়ে কোথা গেলে
যাও না পাখি বলে।

রচনাকাল -০২/১১/২০২৩ খ্রি.

সোনার ময়না অচিন পাখি

খাঁচার ভেতর অচিন পাখি
বসত করে সেথা,
এতো কাছে তবু সে যে
কয় না কোনো কথা।

প্রভূর বিধি মেনে পাখি
উড়ে গেলে ডাকি,
সকল কিছু তুচ্ছ করি
মুদে যাবে আঁখি।

পাখি বিনে মূল্য কিসে
মাটির দেহের মাঝে,
হুকুম হলে ঠিক পালাবে
দেহ ফেলে সাঁঝে।

পাখি যে দিন যাবে চলে
ধরায় রবে দেহ,
বন্ধু স্বজন ছিলেন যারা
আর রবে না কেহ।

দুধ কলাতে পোষ মানে না
আমার সোনা ময়না,
চলে গেলি পর করিয়া
পরান পোঁড়া সয়না।

রচনাকাল - ২৭/১০/২০২৩ খ্রি.